কখনও গ্রহণ করে না। অতএব পূর্ব্বে বর্ণিত যাহার লক্ষণ প্রকাশ করা হইল, সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীসনকাদি ঋষিগণ শ্রীবৈকুণ্ঠ শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিন্বান্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থ-
যশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৪৮ ॥

হে প্রভো! তোমার যশ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র; অতএব কীর্ত্তনার্হ এবং তীর্থস্বরূপ। যে সকল চতুর ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ তাহারা মোক্ষ নামক তোমার আত্যন্তিক অনুগ্রহকেও লাভ বলিয়া মনে করেন না। অতএব অন্য ইন্দ্রাদি পদের আর কা কথা? যেহেতু ইন্দ্রাদি পদ তোমার ভ্রূভঙ্গজনিত ভয়সঙ্কুল। তোমার কথা রসিক ভক্তেরা সর্ব্বদা নিরতিশয় ভোগ করিয়া থাকে; এইজন্য ভয়সঙ্কুল ইন্দ্রাদি পদের কোনও অপেক্ষা করে না। ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তিসুখ যে মোক্ষসুখকে তিরস্কার করে, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ মোক্ষসুখকে "যদৈব-মেতেন বিবেকহেতিনা" ১২।৪।৩৪ শ্লোকে আত্যন্তিক প্রলয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব যাহা প্রলয় শব্দবাচ্য, তাহাতে আর অধিক সুখ কি হইতে পারে? যদি কেহ বলেন যে—সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিনাশপূর্ব্বক ভগবৎসাক্ষাৎকারের নামই অপবর্গ। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—সেই ভগবৎপ্রীতিলক্ষণ ভক্তিযোগে সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিনাশ হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎকার স্বতঃসিদ্ধই আছে; অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে প্রীতিলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিনাশ হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়াই থাকে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—"যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাৎ" অর্থাৎ যে ভক্তিযোগ কখনও পরিত্যজ্য নয়, অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেও যে ভক্তিযোগ পরিত্যাগ করা হয় না—এমন ভক্তিযোগ-প্রভাবে আমার ভাব অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের জন্য যোগ্যতা লাভ করে। এই অভিপ্রায়ে পঞ্চম স্কন্ধে "যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি" অর্থাৎ যে ভারতবর্ষের বর্ণসমুচিত ধর্ম্ম যথাবিধি প্রতিপালন করিলে অপবর্গ হইয়া থাকে, যে অপবর্গ ভগবান বাসুদেবে অনন্যনিমিত্ত ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগ অপবর্গ নামে খ্যাত হইবার কারণ—যে অবিদ্যাগ্রন্থিতে জীব নানা দেহে গমন করিয়া থাকে, সে অজ্ঞানময় অহমিকাগ্রন্থি ভক্তিযোগ দ্বারা ছেদন